বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী ও আসাম প্রদেশের ডিরেক্টর বাহাদুর
কর্ত্তৃক বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরী এবং পুরস্কার
পুস্তকরূপে অনুমোদিত

হজরত মোহাম্মদ।

রামপ্রাণ গুপ্ত

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রাণ গুপ্ত

—প্রকাশক—

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্-সি,

৮ বি, রাজেন্দ্র লালা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ,—১৩৩৮

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,

১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

ভূমিকা

'হজরত মোহাম্মদ' 'আরতি' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে কিয়দংশ পরিবর্দ্ধিত ও কিয়দংশ নূতন লিখিত হইল।

'নবনূর'-প্রকাশক শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আসাদ আলী সাহেব 'হজরত মোহাম্মদ' প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ১ম সংস্করণের ভার গ্রহণ না করিলে 'হজরত মোহাম্মদ' কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বীয় জীবনে অচল বিশ্বাস, সুগভীর নিষ্ঠা, কঠোর বৈরাগ্য এবং জ্বলন্ত উৎসাহের এক-শেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক গুণ-রাজি সকলেরই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদের জীবনের রেখাপাত মাত্র হইয়াছে। যদি একজন পাঠকও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবন অনুশীলনে অনুরাগী হন, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কেদারপুর, টাঙ্গাইল,
১লা শ্রাবণ,—১৩১১।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত

বঙ্গীয়

মোস্‌লেম ভ্রাতৃবৃন্দকে

এই গ্রন্থ

সদ্ভাবের নিদর্শনস্বরূপ

উপহার প্রদান করিলাম।

হজরত মোহাম্মদ

"To bring about the restoration of Society to its normal type, the Great Architect of the Universe sends forth from time to time specially authorised messengers to rouse, to stimulate and to lead into the right way, the erring sons of men"—

Blackie's Life of Burns

পয়গম্বর নোয়া সুবিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। তদীয় অন্যতম পুত্র সাম (নোয়ার তিন পুত্র ছিল) তাঁহার পরলোক গমনের পর সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। সামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম যারব বা আরব। আরব পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন, এ কারণ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনাধীন দেশ তাঁহার নামানুসারে আরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরবদেশ

ক

অনুর্ব্বর ও বালুকাময় মরুস্থলীতে পরিপূর্ণ। পুরাকালে এই রুক্ষ-দৃশ্য দেশের অধিবাসিগণ সাতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও পরজাতিদ্বেষী ছিল। এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হয় নাই। ইহার ফলে, আরবদেশ সুপ্রাচীন হইয়াও সভ্যতা আলোক লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল; বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল।

আরব জাতি

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব জাতি সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল। এই সময় আরব জাতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান ছিল; একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র অধিপতি ছিল। তাঁহারা বংশানুক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন। কিন্তু প্রজারঞ্জনই অধিপতিগণের প্রভুত্বের মূলভিত্তি ছিল। শাসনকার্য্যেও তাঁহাদিগকে প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। কোন বিজাতীয় শত্রু আরবদেশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে অধিপতিগণ সম্মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু দেশমধ্যে এক দণ্ডের

জন্যও আত্মকলহের বিরাম ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। আরব দেশীয় লোকের বীরত্বের অভাব ছিল না। ব্যাঘ্রের বলের সঙ্গে তাহাদের বীরত্বের তুলনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ বর্দ্ধন, নররক্তে পৃথিবীরঞ্জন এবং দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনই তাহাদের বীরত্বের সার্থকতা ছিল। এই সময় আরবদেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। দাম্পত্য বন্ধন অত্যন্ত শিথিল এবং নৈতিকজীবন ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল। নরনারী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কাবা মন্দিরের * চতুর্দ্দিকে উলঙ্গভাবে নৃত্য করিত। পুরুষ সমাজের পশুবৎ আচরণে নারীজাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ এবং যথেচ্ছা স্ত্রী পরিত্যাগের কোন বাধাই ছিল না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই দাসদাসিগণের সঙ্গে নিষ্ঠুরাচরণের একশেষ

* আরব দেশের সর্ব্বপ্রধান ভজনালয়। একেশ্বরবাদের আদি প্রবর্ত্তক ইব্রাহিম এই মন্দির স্থাপন করেন; এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আরববাসীরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে, এবং কাবা মন্দিরে বহু সংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে আরম্ভ করে

করিত। তৎকালের আরব সমাজের ধর্ম্মজীবন নৈতিক-জীবন অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ছিল। কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্রও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়েরই দেবতার সংখ্যা পনের শতের ন্যূন ছিল না। এ ধর্ম্ম কুসংস্কারবিদ্ধ ও আত্মার অবনতিকর হইলেও আরবগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর ছিল। তাহাদের প্রকৃতি সাতিশয় তেজস্বিনী ছিল। তেজস্বিনী প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্মিলিত ছিল বলিয়া আরবগণ ধর্ম্মের নামে অনেক সময় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

পূর্ব্বপুরুষ

আরবদেশের ঈদৃশ দুরবস্থার সময় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। মোহাম্মদের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বেই তদীয় পিতার দেহান্তর হইয়াছিল। মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ের হাশিমবংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম আমিনা। আমিনা রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনিও মোহাম্মদের অতি শৈশবকালেই পরলোক গমন করেন। পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদের লালনপালনের ভার তদীয় বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের উপর পতিত হয়। বৃদ্ধ আবদুল

মুতালিবের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল। মোহাম্মদের পিতার নাম আবদুল্লা; আবদুল্লা অতি সজ্জন ছিলেন। তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার শেষ বয়সের স্নেহ-পুত্তলি ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার তাদৃশ মর্ম্মভেদী শোকের সময় মোহাম্মদের সুন্দর সহাস্যমুখ শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। শিশুর ভাবভঙ্গী, আকার-প্রকার বৃদ্ধের স্মৃতিতে বালক আবদুল্লাকে জাগাইয়া দিত। তিনি শিশুর মুখে চোখে আবদুল্লার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া নয়নের বারি নয়নেই নিবারণ করিতেন। তিনি পরিজনদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, তোমরা মোহাম্মদকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এই সুন্দর শিশুই আমার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুর্ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ বাল্যকালেই স্নেহশীল প্রতিপালক পিতামহকেও হারাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পৌত্রকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুতালেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। আবুতালেব ন্যায়বাদী এবং ধীমান্ ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি-পালন জন্য আরবদেশের তৎকালোচিত কোন বন্দো-বস্তেরই ক্রুটী করেন নাই। তিনি তাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বি-শেষে পালন করিয়াছিলেন।

প্রথম জীবন

আবুতালেবের আশ্রয়ে মোহাম্মদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সিরিয়া গমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক ছিল না; বিজাতীয় ভাষার বিন্দু-বিসর্গও তাঁহার বোধগম্য ছিল না। এ কারণ সিরিয়ার সমস্তই তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তথাপি এখানেই খৃষ্টবিশ্বাসীদের সংসর্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। এখানে তাঁহার তরল হৃদয়ে যে ভাববীজ উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্থল ছায়া-শীতল মহামহীরুহে পরিণত হয়।

কোন বিদ্যালয়ে মোহাম্মদের শিক্ষা লাভ হয় নাই। তাঁহার আবির্ভাবকালে আরবদেশে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু উহার শৈশবাবস্থা তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। মোহাম্মদ লিখিতে পারিতেন না। প্রকৃতির

গ্রন্থপাঠেই তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বের যে কণামাত্র প্রত্যক্ষভাবে তদীয় দৃষ্টির গোচরীভূত হইত, প্রকৃতির রহস্য নির্ণয় জন্য তাহাই তাঁহার আয়ত্ত ছিল, তদতিরিক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশপথ রুদ্ধ ছিল। মানব-মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত গ্রন্থরাজি তাঁহার জ্ঞান-সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল; নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ মরুস্থলীপূর্ণ আরবদেশের ক্রোড়ে নিজের চিন্তা ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়াই আবিষ্ট থাকিতেন, এবং এই তন্ময়তাই তাঁহার চিত্তবিকাশের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল।

মোহাম্মদ বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও চিন্তা সকলই সত্যানুপ্রাণিত ছিল। তিনি কখনও নিরর্থক বাক্যব্যয় করিতেন না। তিনি যাহা কিছু বলিতেন, তাহাই কার্য্যোপযুক্ত, জ্ঞানগর্ভ এবং সারল্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। অকাপট্য, গাম্ভীর্য্য ও আন্ত-রিকতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে অমায়িকতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং রঙ্গরসেরও অভাব ছিল না। আদ্যকালের মোহাম্মদকে স্মরণ করিলে

আমাদের মানসপটে একটী সুন্দর নবীন যুবকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এ যুবকের সর্ব্বাঙ্গ জীবিকা অর্জ্জনের পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত, চিত্ত নবাগত ভাবের আবেশে অশান্ত, হৃদয় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অভাবে অমার্জ্জিত; কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোদীপ্ত।

প্রথম পরিণয়

মোহাম্মদ যৌবনে পদার্পণ করিয়া খাদিজা নাম্নী ধন-বতী বিধবা রমণীর কার্য্যাধ্যক্ষ্যের পদে নিয়োজিত হন। তিনি তাঁহার কার্য্যে পুনর্ব্বার সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তভাবে যোগ্যতা-সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা খাদিজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল. এই শ্রদ্ধা ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। খাদিজা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে মোহাম্মদের হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব রাগিণী বাজিয়া উঠে। তৎকালে তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক; খাদিজার বয়ক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু গুণমুগ্ধ মোহাম্মদ বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে প্রেমের অভিসিঞ্চনে

মোহাম্মদের হৃদয় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা যতদিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, ততদিন একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই। তাঁহাদের প্রেমসিক্ত হৃদয় সর্ব্বক্ষণ সদ্যোবিকশিত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় সৌরভপূর্ণ থাকিত। সেই শিথিলবন্ধন দাম্পত্য-প্রেমের যুগে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ প্রেম বিস্ময়ের বিষয় ছিল। *

* খাদিজা মোহাম্মদের সহিত পরিণীতা হইবার পর ২৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন বড় মধুর ছিল। সেই বহুবিবাহের যুগে মোহাম্মদ তাঁহার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। খাদিজা বহুগুণালঙ্কৃতা সাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মোহাম্মদ আয়েসাকে বিবাহ করেন। আয়েসাও পতিপরায়ণা গুণবতী পত্নী ছিলেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে মোহাম্মদকে বলেন, "আমি কি খাদজিা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি? তিনি বৃদ্ধা ও বিধবা ছিলেন। আমি কি খাদিজা অপেক্ষা আপনার অধিক প্রিয় নহি?" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, ইহা তোমার ভুল, যখন কেহ আমার বাক্যে বিশ্বাস করে নাই তখন খাদিজা আমার অনুগামিনী ছিলেন; সেই দুঃসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে খাদিজা আমার একমাত্র সঙ্গিনী ও হিতাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন।" ফলতঃ খাদিজা তাঁহার জীবনের আশা ও সান্ত্বনা স্বরূপ ছিলেন। মোহাম্মদ খাদিজার মৃত্যুর পর বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান

ধনবতী খাদিজার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় মোহাম্মদের অর্থের অভাব বিদূরিত হইয়াছিল; তিনি বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন জন্য কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টিরহস্যের অন্তস্তলে কোন্ মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, মানবের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের আবর্ত্তন কোন্

লেখকগণ তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমীর আলী প্রভৃতি আধুনিক মোসলমান লেখকগণ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। যুবক মোহাম্মদ প্রৌঢ়া খাদিজাকে বিবাহ করেন। মুর সাহেব লিখিয়াছেন, মোহাম্মদ সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর একমাত্র খাদিজার প্রেমে পরিতৃপ্ত ছিলেন। খাদিজা মোহাম্মদের জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তখন মোহাম্মদের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। খাদিজার মৃত্যুর পর মোহাম্মদ সৌদা নামক এক জন প্রৌঢ়া বিধবাকে বিবাহ করেন। অতঃপর মোহাম্মদ বালিকা আয়েসাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। আয়েসা মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারবন্ধু আবুবকরের কন্যা। তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার কল্পনাতেই মোহাম্মদ আয়েসার পাণিপীড়ন করেন। ইহার পর তিনি ওমরের বিধবা কন্যা হাফসাকে বিবাহ করেন।

কারণে হইয়া থাকে, বিপুল বিশ্বের নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায় নিহিত আছে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানেই তিনি ধ্যানরত তাপসের ন্যায় সমাহিত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি এরূপ এক সৌন্দর্য্য-

---

ওমর প্রথমে আবুবকর এবং তারপর ওসমানের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রবল বিবাদের সূচনা হয়। এই বিবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ নিজে হাফসার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হাফসার সঙ্গে বিবাহের পরবৎসর মোহাম্মদ হিন্দ-উস-সালমা ও জয়নব উম-উল-মসাকিম্ (ইনি অতিশয় দয়াবতী ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে গরিবের মা বলিত) নাম্নী দুই জন অনাথা মোসলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অতঃপর জৈয়েদ নামক এক জন মোসলমানের পরিত্যক্তা পত্নীর সঙ্গে মোহাম্মদের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জৈয়েদ মোহাম্মদের পোষ্যপুত্র ছিলেন। এজন্য মোহাম্মদ তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করিয়া তৎকালের আরবসমাজে অপবাদগ্রস্ত হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে আমীর আলী লিখিয়াছেন, পৌত্তলিকেরা বিমাতা এবং শাশুড়ির সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করিত; কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা তাহাদের সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে পোষ্যপুত্র গ্রহণে একজাতত্ব ঘটে। আরবগণের তাদৃশ ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার

লোকের আভাস পাইয়াছিলেন, যেখানে সমস্ত বিশ্বের অসংখ্য ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত এক মহাশক্তির পদতলে লয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতামাত্রেরই হৃদয় পুলকাবিষ্ট করিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। মোহাম্মদ ৬০৯ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে নির্জ্জন গিরিকন্দরে আত্মচিন্তা করিতে মক্কার নিকটবর্ত্তী হরপর্ব্বতে গমন করেন। খাদিজা তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন।

জন্য কোরাণের ত্রয়ত্রিংশৎ অধ্যায়ের কতিপয় বচন প্রচারিত হইয়াছিল। * * * এই বিবাহ সম্বন্ধে মোহাম্মদের পবিত্রতার একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ বিবাহ অন্তেও জৈয়েদ মোহাম্মদের পূর্ব্ববৎ অনুরাগী ছিলেন। মোহাম্মদের আর একজন পত্নীর নাম জোয়াইবিয়া। ইনি একটী যুদ্ধ উপলক্ষে মোহাম্মদের হস্তে বন্দী হন। বন্দী রমণী মোহাম্মদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। মোহাম্মদ একজন ইহুদি রমণীকে বিবাহ করেন। এ রমণীও যুদ্ধ উপলক্ষে মোহাম্মদের হস্তে বন্দী হন। মোহাম্মদের এই পত্নীর নাম ছিল সফিয়া। মোহাম্মদ সর্ব্বশেষে মহাবীর খালেদের জনৈক আত্মীয়াকে (মৈমুনাকে) বিবাহ করেন। খালেদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ এই বৃদ্ধা রমণীর (বিবাহ কালে ইহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল) পাণিগ্রহণ

তাঁহারা হরপর্ব্বতে একমাস অবস্থান করেন। এই সময় মোহাম্মদ একদা খাদিজাকে আনন্দবিহ্বল হইয়া বলেন, "আমি পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৃপা লাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয়-অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, আমার মানসনয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাবা মন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল নির্জ্জীব পদার্থ মাত্র। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। তিনি মহান্, জীবন্ত ও সত্যস্বরূপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা।" মোহাম্মদের ধ্যাননিরত অনন্যসাধারণ হৃদয়ে এই মহাসত্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে বিমল আনন্দরসে পরিপ্লুত করিল; তিনি মনুষ্যমাত্রকেই এই আনন্দের অংশী করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একেশ্বর-

---

করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মোহাম্মদের একজন গ্রীক জাতীয়া উপপত্নী ছিল বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। কিন্তু এ অপবাদ অমূলক বলিয়া আমীর আলী সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সুপ্রসিদ্ধ হালামের বাক্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। কোরাণ পাঠ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা জন্মে যে, এই গ্রন্থ আদ্যন্ত আত্মনিগ্রহ এবং নিষ্ঠার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। বস্তুতঃ কোন নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিলাসব্যসনে মত্ত হইয়া স্থায়ী ফল লাভ করিতে অসমর্থ।

বাদ ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার করিতে উত্থিত হইলেন। এই নব ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম। * প্রথমে ইস্‌লাম অতি মন্দ

---

* ইস্‌লাম শব্দের অর্থ ঈশ্বর নির্ভর। কাহারও কাহারও মতে ইস্‌লাম শব্দের অর্থ পরিত্রাণ। "পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য," ইহাই ইস্‌লামধর্ম্মের মূল সূত্র। সাধু ভজনা, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ইস্‌লামধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। "পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি শক্তিমান্, দয়ালু ও পরম প্রেমিক, মনুষ্য মাত্রেই সমান এবং দয়ার পাত্র, প্রবৃত্তি সংযম করা আবশ্যক, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, মনুষ্য মাত্রেই স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য পরলোকে দায়ী" ইত্যাদি বিশ্বাসই ইস্‌লামধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। উপাসনা, উপবাস, দান ও তীর্থপর্য্যটন ইস্‌লামধর্ম্মচর্য্যার উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতন্মধ্যে উপাসনাই ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মোসলমান সমাজে দৈনিক পাঁচ বার ঈশ্বরোপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মোহাম্মদ ঈশ্বরের আদেশবাণী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনার উপকারিতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "দেবদূতগণ দিবারাত্রি তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। দিবাচর দেবদূতগণ রাত্রিকালে স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন, জীবসকলকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করেন, আমরা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া জীবসকলকে উপাসনারত দেখিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিবার সময়ও

গতিতে আরবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, মোহাম্মদ লোকলোচনের অন্তরালে নির্জ্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ নবীন যুবককে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একাদিক্রমে তিন বৎসর-কাল ধর্ম্মপ্রচারের পরও তাঁহার শিষ্যসংখ্যা চল্লিশের অধিক হয় নাই।

তাহাদিগকে উপাসনারত দেখিয়া আসিয়াছি।" তিনি আর এক-স্থানে বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা উপাসনা করিও, উপাসনা আমাদিগকে পাপ ও দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম।" একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, "মোসল-মানের প্রার্থনা-মন্দির মানবহস্তে নির্ম্মিত নহে। ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে অথবা তাঁহার আকাশতলে মোসলমানের উপাসনা মন্দির। ইহা ইস্লামধর্ম্মের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মোসল-মানের নিকট স্থানাস্থানভেদ নাই ; উপাসনার সময় সমাগত হইলে সর্ব্বত্র ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা যাইতে পারে। ইহা ইস্লামধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব।" ইস্লামধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বর স্তুতি অতিশয় মনোহর, আমরা উহার শেষাংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। "পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবন্ত,—চিরকাল জীবন্ত। তাঁহার নিদ্রা নাই, তন্দ্রাও নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের যাবতীয় পদার্থ তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে? ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে, কিন্তু তিনি আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ

মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্যের নাম আবুবকর ছিল। আবুবকরের ধর্ম্মোৎসাহ সাতিশয় প্রবল ছিল। তিন বৎসর পরে ইস্লামধর্ম্মবিশ্বাসীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য মোহাম্মদকে অনুরোধ করিলেন। প্রিয়তম শিষ্যের ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মোহা-

---

করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন তত্ত্বই মানবের জ্ঞানায়ত্ত নহে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাঁহার প্রভুত্ব, এ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তিনি মহান্ ও শক্তিমান্।" আমরা আর একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে পরমেশ্বর, আমাকে তোমার প্রেম বিতরণ কর, যেন আমি তোমাকে ভক্তি করিতে পারি, যেন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমার নিকট তোমার প্রেমকে আত্মপ্রেম অপেক্ষা গরীয়ান কর।" দেবদূতগণ মানবের নিকট ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন, ধর্ম্মপ্রচার জন্য সময় সময় "প্রফেটগণ" (Prophets) জন্মগ্রহণ করেন, পরলোকে পাপ-পুণ্যের তিরস্কার ও পুরস্কার হইয়া থাকে, মোহাম্মদ এ সকল মতও প্রচার করিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ, পুনরুত্থান (Resurrection of the body) এবং শেষ বিচার দিন ইত্যাদি তত্ত্বও ইস্লামধর্ম্মের অঙ্গীভূত। মোহাম্মদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ তাঁহার নিজের উদঘাটিত

ম্মদ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা করিবার জন্য আরবদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবা মন্দিরে গমন করিলেন। আবুবকর প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের মহিমা বর্ণনা

নূতন তত্ত্ব নহে। এ সম্বন্ধে আমরা কোরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "ইব্রাহিমের ধর্ম্ম সত্য, ইব্রাহিম অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন না। ১৩২। বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহা ইব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এস্‌মাইল, ইস্‌হাক, ইয়াকুব এবং তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাঁহাদের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। তাঁহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং সেই ঈশ্বরের অনুগত। ১৩৩। মুসায়ী ও ঈশায়ী লোকেরা বিশ্বাস করিলে আলোক পাইতে পারে। * * ১৩৪।" (গিরিশবাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ২য় অধ্যায়।) ইস্‌লামধর্ম্মের নীতিও অতি বিশুদ্ধ। "অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও।" ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীকে এই মহৎ বাক্যই সংসার সমুদ্রে দিগ্‌ নির্ণয়-যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "কাহারও সঙ্গে ব্যবহারকালে ন্যায়পথভ্রষ্ট হইও না।" এই মহদ্বাক্যও মোহাম্মদের উপদেশ। দানধর্ম্ম আচরণ জন্য মোহাম্মদ মোসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন, এবং মনুষ্যমাত্রকেই তাহার আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ পরোপকারার্থে

খ

করিয়া তারপর পৌত্তলিকধর্ম্মের দোষপ্রদর্শন করিলেন। উগ্রস্বভাব আরবগণ স্বধর্ম্মের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিবার

প্রদান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করিলে, কেহ তাঁহার প্রেমলাভ করিতে পারে না, ইহাই মোহাম্মদ-কথিত দান-মাহাত্ম্য। মোহাম্মদ একদিন উপদেশ দান কালে বলিয়াছিলেন, "সৃষ্টিকালে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। একারণ ঈশ্বর পৃথিবীর উপর পর্ব্বতের গুরুভার স্থাপন করিয়া উহাকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। পর্ব্বত অপেক্ষা লৌহ অধিক শক্তিশালী, কারণ, লৌহের আঘাতে পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পড়ে। লৌহ অপেক্ষা অগ্নি অধিক শক্তিশালী, কারণ, অগ্নি লৌহকে দ্রব করে। অগ্নি অপেক্ষা জল অধিক শক্তিশালী, কারণ, জল অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে। বায়ু জল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কারণ, বায়ু জলকে সঞ্চালিত করে। কিন্তু যদি কোন সজ্জন দক্ষিণ হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে তাহা জানিতে না দেন, তবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, তাঁহার নিকট সকলেই পরাজিত হয়।" ইস্‌লামধর্ম্মের উপদেশ সর্ব্বব্যাপী। প্রতিবেশীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক কোরাণে তৎসম্বন্ধেও উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনগৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহ, যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম না কর, প্রবেশ করিও না। ২৭।" (গিরিশবাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ১১শ

উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কাবা মন্দিরে কোলাহল উত্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত

অধ্যায়।) মোহাম্মদের আবির্ভাব কালে আরব রমণীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। আরবসমাজ ব্যভিচার, দাসী-সংসর্গ, সাময়িক বিবাহ ও বহুবিবাহ দোষে কলঙ্কিত ছিল। পিতা-মাতা আবশ্যক মত কন্যাসন্তানকে গৃহপালিত পশুবৎ বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না, আরব রমণী পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যান্য তক্ত্য সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইত। এজন্য সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের ন্যায় বীভৎস প্রথা আরবসমাজে দেখা যাইত। আরব পিতামাতা অনেক সময় কন্যাসন্তানকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিত। আরব-সমাজের নারীজাতির কোন অধিকারই ছিল না। ফলতঃ তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। মোহাম্মদ নারীজাতির উন্নতি বিধানকল্পে বহু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের সমস্ত ব্যবস্থার মূলে নারী-জাতির প্রতি সম্মানের ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ব্যভিচার নিবারণ কল্পে অবরোধপ্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ দাসী-সংসর্গ নিষেধ করিয়াছিলেন। "বিশ্বাসী শুদ্ধাচারিণী রমণীকে ও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। তোমরা গুপ্ত-প্রণয়-লোলুপ ব্যভিচারী না হইয়া এবং উপপত্নী গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধাচারে কালযাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলেই এরূপ

তমিম পরিবারের লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহা-দিগকে শক্রর কবল লইতে রক্ষা করিল। তাহাদের তাদৃশ

করিতে পার। ৭।" (কোরাণ, ৫ম অধ্যায়)। দাসী-সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই নিষেধবিধি কার্য্যকরী করিবার জন্য দাসী-বিবাহ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। (কোরাণ, ৪র্থ অধ্যায়, ২৫শ আয়েত)। মোহাম্মদ সাময়িক বিবাহের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষের বিবাহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। "তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে। অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে (পত্নী স্থলে) গ্রহণ করিবে। ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী। ৪।" (গিরিশবাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ৪র্থ অধ্যায়)। নারীজাতির প্রতি অসদাচরণ নিবারণ জন্য মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে হয়ত এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে, তাহাতে ঈশ্বর প্রচুর অকল্যাণ করিয়া থাকেন।" (গিরিশবাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ৪র্থ অধ্যায়, ২৪ আয়েত)। মোহাম্মদের ব্যবস্থায় সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদ নারীজাতিকে বিবিধ অধিকারে স্বত্ববতী করিয়াছেন। "যাহা পিতামাতা ও স্বগণ

সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মোহাম্মদ ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রাণনাশ ঘটিত। *

পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং যাহা পিতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীর অংশ নির্দ্ধারিত।" ৫—৭। "বিশ্বাসিগণ, বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের অবৈধ। স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণে নিষেধ করিও না।" (গিরিশবাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ৪র্থ অধ্যায়)। এ সকল সুব্যবস্থা সত্ত্বেও মোসলমান সমাজে নারীজাতির অবস্থা নানাকারণে সবিশেষ উন্নত হইতে পারে নাই। কিন্তু উন্নতি লাভ যে করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

* এই ব্যাপারে আবুবকরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রহৃত হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ ঘণ্টা অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। আবুবকর মোহাম্মদের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দিবারাত্রি সংজ্ঞাহীন থাকিয়া যখন প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখনই মোহাম্মদ কেমন আছেন, তাহা জানিতে উৎসুক হইলেন। একজন অনুচর তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, তিনি কুশলে আছেন। আবুবকর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি মোহাম্মদকে না দেখিয়া অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিব না।" তিনি সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন, তারপর রাত্রিকালে রাজপথ নির্জ্জন হইলে মোহাম্মদের বাসভবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিলেন।

মোহাম্মদের প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম উদ্যম এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ হন নাই। এই ঘটনার পর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার নবোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে শিষ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

উৎপীড়নের সূচনা

মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কোরেশগণ আরবদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবা মন্দিরের পুরোহিত ছিল। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের প্রভুত্বাধীন ছিল। একারণ মোহাম্মদের নবধর্ম্মপ্রচারে কোরেশগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হইল। মোহাম্মদ সফলকাম হইলে আপামর সাধারণ সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং তাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সাংঘাতিকরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, তাহারা ইহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মোহাম্মদ সাম্যবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি জলদগম্ভীরস্বরে

প্রচার করিয়াছিলেন, জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্যমাত্রেই সমান। এ মতের প্রবর্ত্তনে কোরেশগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহারা অঙ্কুরেই মোহাম্মদকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কোরেশগণ একযোগে মোহাম্মদ ও তদীয় শিষ্যবৃন্দকে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। প্রত্যেক গৃহস্বামী আপন অধিকারে নবধর্ম্মকে কণ্ঠাবরোধ করিয়া বিনাশ করিবার ভারগ্রহণ করিল। ইস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসিগণের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রহিল না; তাহারা কারারুদ্ধ, অনাহারে ক্লিষ্ট এবং প্রহৃত হইতে লাগিল। রমধা পর্ব্বত এবং বৎহা ইস্‌লামধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের নির্য্যাতনের স্থান ছিল। কেহ পৌত্তলিকতায় আস্থাহীন বলিয়া প্রকাশ পাইলেই তাহাকে কোরেশগণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর সূর্য্য-কিরণে দগ্ধ করিত। যখন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের কণ্ঠ, তালু শুষ্ক হইয়া পড়িত এবং মৃত্যু আসন্ন হইত, তখন তাহাদিগকে হয় নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বলা হইত। কেহ কেহ পরিত্রাণ লাভ জন্য নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তিলাভের পরক্ষণেই পুনর্ব্বার মোহাম্মদের শরণাপন্ন

হইত; অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন ধর্ম্মমতে অটল থাকিত। *

এইরূপ কঠোর উৎপীড়নেও কোন ফলোদয় হইল না। ইস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসিগণ কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত বা ধর্ম্মপ্রচারে বিরত হইলেন না, দিন দিন তাঁহাদের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোরেশগণ পাশব বলে নবধর্ম্মবিশ্বাসী-দিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া প্রলোভনে মোহাম্মদকে বশীভূত করিতে সঙ্কল্প করিল।

* বিলাল নামক এক কাফ্রি ক্রীতদাস ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তদীয় প্রভু ওম্মিয়া একারণ তাহাকে উৎপীড়নের একশেষ করিত। বিলালকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বৎহার উত্তপ্ত বালুকার উপর ঊর্দ্ধমুখে শয়ান করাইয়া তাহার বুকে গুরুভার প্রস্তর স্থাপন করা হইত। ওম্মিয়া কহিত বিলাল, হয় তুমি নবধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, না হয় এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে প্রস্তুত হও। কিন্তু বিলাল কিছুতেই স্বমত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইত না, এবং পিপাসায় মৃত্যু দশা উপস্থিত হইলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিত। প্রত্যহ এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহার প্রাণ সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বিলাল এই অবস্থায় একদিন আবুবকরের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তিনি তাহাকে ক্রয় করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন।

একদিন মোহাম্মদ কাবা মন্দিরে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় মক্কার অন্যতম নেতা ওতবা তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "মোহাম্মদ, তুমি কোরেশ সম্প্রদায় মধ্যে ভেদনীতি আনয়ন করিয়াছ, আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ, পূর্ব্বপুরুষদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। তোমার উদ্দেশ্য কি? ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, রাজত্ব, তুমি কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমাদের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার যাহা কামনা, তাহাই তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে; এ বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ কর।" ওতবার এই প্রলোভন বাক্যে মোহাম্মদ কিঞ্চিৎমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি তোমাদের ন্যায়ই একজন মনুষ্য মাত্র। আমি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তোমরা কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাকে ভজনা কর, এবং যাহা গত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা কর। যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না এবং শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত দান করে না, তাহারা দুঃখ পাইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎ-কর্ম্মান্বিত, তাহারা পুরস্কার লাভ করিবে। হে ওতবা, তোমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করা হইল*; এখন

তুমি যে পথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাই অবলম্বন কর।”

উৎপীড়ন

কোরেশগণ মোহাম্মদকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার নববিশ্বাসীদলের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা মোহাম্মদের পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণ করিল। তার পর নানা প্রকারে ইসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পাশব অত্যাচারে অনেকের জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ প্রাণাধিক শিষ্যবৃন্দকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া, সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, এবং তাহাদিগকে আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোরেশগণের পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় যিনি আবিসিনিয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, উদারস্বভাব ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। এই জন্যই মোহাম্মদ শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে ইস্‌লাম-

ধর্ম্ম ঘোষণার পঞ্চম বর্ষে বীরপুরুষ ওসমানইবনে-আফা-নের নেতৃত্বে কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক নরনারী আবিসিনিয়া রাজ্যে গমন করিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ কোরেশগণ ঈদৃশ বহুসংখ্যক নববিশ্বাসীকে গ্রাসমুক্ত দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আবিসিনিয়া রাজ-দরবারে দূত প্রেরণ করিল। কোরেশ-দূত গৃহীত-আশ্রয় মোসলমানদিগকে রাজ-দরবারে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ?" আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর সমাগত মোসলমানদের মুখ-পাত্রস্বরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন্, আমরা অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন বর্ব্বর ছিলাম; আমরা দেবদেবীর পূজক ছিলাম, নিত্য ব্যভিচারে লিপ্ত হইতাম, মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতাম, জঘন্য অশ্লীল বাক্যে জিহ্বা কলুষিত করিতাম, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিতাম না। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার সময় পরমেশ্বর আমাদের সমাজে একজন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন; এই মহাপুরুষের বংশমর্য্যাদা, সত্যবাদিতা, সাধুতা এবং নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় আমরা সম্যক্ পরি-

জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের সহিত অন্য কোন পদার্থের সংযোগ সঙ্গত নহে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্য কথা কহিতে, ন্যস্ত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে, দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে, এবং প্রতি-বাসীর স্বত্ব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নারীজাতির কুৎসা এবং অনাথা বালিকার অর্থ অপহরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমা-দিগকে পাপ হইতে দূরে গমন করিতে, দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করিতে, ঈশ্বরোপাসনা করিতে, দরিদ্রের উপকার করিতে, এবং পবিত্র দিনে উপবাস করিতে আদেশ করিয়াছেন।" আবিসিনিয়ার অধিপতি এই উত্তরে প্রীত হইয়া কোরেশ-দূতকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

মোহাম্মদ ও "অতিপ্রাকৃত"

কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক মোসলমান আত্মরক্ষার জন্য আবিসিনিয়া রাজ্যে প্রস্থান করিলে মোহাম্মদের শিষ্যসংখ্যা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ইহাতে তিনি

কিঞ্চিৎমাত্রও ভগ্নোত্তম না হইয়া পূর্ব্ববৎ অটল ভাবেই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। নববিশ্বাসীদলের খর্ব্বতা নিবন্ধন ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন উপস্থিত না হওয়ায় কোরেশগণ একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এ কারণ তাহারা মস্তিষ্কের বহু আলোড়নে মোহাম্মদকে নিষ্প্রভ করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। কোরেশগণ পূর্ব্বগামী প্রেরিত মহাত্মাদের ন্যায় তাঁহাকেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নবধর্ম্মের অপার্থিবতা প্রমাণিত করিতে বলিল। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন মনুষ্যের সাধ্য নহে। মোহাম্মদ কখনও ঐশী শক্তির ভাণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের মূল-ভিত্তি ছিল। তিনি কোরেশগণের বিদ্বেষ বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কল্পে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়া প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। মোহাম্মদ তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "পরমেশ্বর আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাকে তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বরের অপার মহিমা! আমি একজন ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ নহি। দেবদূতগণ সাধারণতঃ মর্ত্ত্যে আগমন করেন না,

নতুবা পরমেশ্বর একজন দেবদূতকেই তোমাদের নিকট তাঁহার সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিতেন। আল্লার ভাণ্ডার আমার হস্তে ন্যস্ত, গুপ্ত তথ্য আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা দেবদূতের আত্মা আমার দেহ সংযুক্ত, আমি কখনও এরূপ ঘোষণা করি নাই। ঐশ্বরিক কৃপা ব্যতীত আমি নিজেই আমার আত্মশক্তিতে প্রত্যয় করিতে পারি না। পরম কারুণিক দয়ালু পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি যে, স্বর্গমর্ত্ত্যস্থ প্রাণীমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞানাধার, সর্ব্বশক্তিমান পরম পবিত্র প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রভু পরমেশ্বরই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আরবসমাজে আলোক প্রদান কল্পে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সংস্থাপন এবং পরমজ্ঞান প্রচার জন্য নিরক্ষর আরবগণের মধ্য হইতে আমাকে ধর্ম্ম-সংস্থাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত করুণা, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকলেই তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পরম দয়ালু।" ফলতঃ মহাপুরুষ মোহাম্মদ কখনও অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে ইস্‌লামধর্ম্মকে আরবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তিনি জ্ঞান ও বিবেকের বর্ত্তিকা হস্তে কুসংস্কারবিদ্ধ আরবসমাজের অন্ধকাররাশি ধ্বংস করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আরবগণের কুসংস্কার

পরিপুষ্ট করিয়া আত্মপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর "স্নেহমধুর মহোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য" পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শন করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি মানব হৃদয়কে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ মহাসাধনায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। একারণ তিনি কোরেশগণের কথামত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু তাহারা তাঁহার সরল বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বলিয়াছিল, "হে মোহাম্মদ, নিশ্চয় জানিও যে, তোমার অথবা আমাদের বিনাশ না হইলে এ বিরুদ্ধাচরণ বিরাম লাভ করিবে না।"

কোরেশগণের অত্যাচারের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। মোহাম্মদ নিজে অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দের লাঞ্ছনা ও অপমানের পরিসীমা রহিল না। এই সময় একবার প্রলোভন মোহনবেশে মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন প্রার্থনাকালে মোহাম্মদ তিনজন চান্দ্রদেবীর (অল্‌লাত, অল্‌উজ্জা এবং মলাত) উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহাদের সম্বন্ধে তোমরা কি বিবেচনা কর? এই স্বকৃত

প্রশ্নের উত্তর তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই একজন পৌত্তলিক শ্রোতা বলিল, "ইঁহারা সমাদৃত দেবকুমারী,—ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিবার জন্য সহায়তা করিতে পারেন।" মোহাম্মদ এই বাক্যের প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষণকালের জন্য মৌনাবলম্বী রহিলেন। শ্রোতৃবর্গ মোহাম্মদকে পৌত্তলিকের বক্রবাক্যে মৌনাবলম্বী দেখিয়া সে বাক্য তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং আনন্দোৎফুল্লচিত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহাপুরুষের মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, "তোমাদের দেবদেবী অন্তঃসারশূন্য নাম মাত্র। এই সকল দেবদেবী তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তিষ্কেই সৃষ্ট হইয়াছে।" মোহাম্মদ প্রলোভনে পতিত না হইয়া পুনর্ব্বার কোরেশজাতির সমস্ত উৎপীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। কোরেশগণ তাঁহার ব্যবহারে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইল; তাহাদের অত্যাচার-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল।

ওমরের দীক্ষা

কোরেশ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা আবুজ্জহল মোহাম্মদকে হত্যা করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন; এবং আজ্ঞাপ্রতিপালনকারীকে একশত লোহিত উষ্ট্র ও এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওমর নামক অমিতবলশালী ধীসম্পন্ন কোরেশ মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ অবগত হইলেন। এই সংবাদে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ওমর ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন, এবং মূঢ়ের ন্যায় দিগ্বিদিক্‌বোধশূন্য হইয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দারুণ প্রহারে তাঁহারা ক্ষতবিক্ষত হইলেন;—ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা বহিল। কিন্তু তাঁহারা নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য।" ওমরও

তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া ভগিনীর বাটীতেই সে দিন যাপন করিতে মনন করিলেন। রাত্রিকালে তদীয় ভগিনীপতি কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ওমরের অশান্তচিত্ত তাঁহাদের মধুর আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হইল; তিনি মনোযোগ সহকারে কোরাণ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। কোরাণের চিত্তবিমোহিনী বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি ইস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। মোহাম্মদকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্র তিনি আরকমের গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। মোহাম্মদ শিষ্যগণ সহ আরকমের (জনৈক শিষ্য) গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিরশ্ছেদন জন্য ওমরের ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই মক্কার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ওমর আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। শিষ্যগণ ওমরের আগমনে শঙ্কাকুল হইলেন। কিন্তু নির্ভীক মোহাম্মদ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ওমরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর তাঁহাকে দেখিবামাত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং আপনি

তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য।" অতঃপর তিনি বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তাঁহার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার পরিচয় দিলেন। মোহাম্মদ ওমরকে সত্যধর্ম্মানুরক্ত দেখিয়া একান্ত প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের নামে জয়োচ্চারণ করিলেন।

উৎপীড়ন

অমিতবলশালী ধীশক্তিসম্পন্ন ওমর বিশ্বাসী দলভুক্ত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরেশগণ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সময় কোরেশ-দূত আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। কোরেশগণ তাহার নিগ্রহের কথা শুনিয়া দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; এবং তাদৃশ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশ্বাসীদলের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

হাসিম ও মুতালিব বংশের অধিকাংশ লোকই

ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এজন্য কোরেশগণ এই দুই বংশকে সমূলে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ না হইতে ও তাঁহাদের নিকট ক্রয় বিক্রয় না করিতে পরস্পরে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। মোহাম্মদ ঈদৃশ উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ জন্য আত্মীয়স্বজন সহ মক্কার নিকটবর্ত্তী সেব আবুতামিব নামক গিরি-সঙ্কটে প্রস্থান করাই সঙ্গত বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে মোহাম্মদকে সশিষ্যে তিন বৎসর কাল অবরুদ্ধের ন্যায় থাকিতে হইয়াছিল। এই তিন বৎসর কাল তাঁহাদের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। যে সকল খাদ্য সামগ্রী তাঁহাদের সঙ্গে ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা নূতন করিয়া খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কারণ, ইস্‌লামধর্ম্মবিরোধিগণ তাঁহাদের নিকট দ্রব্য বিক্রয় না করিবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। শিশুর আর্ত্তনাদও বিশ্বাসী-দলের হৃদয় চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু মক্কার কতিপয় নেতা তাঁহাদের ঈদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মঘট শ্লথ করিতে যত্নশীল হইলেন।

তাঁহাদের যত্নে ইস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসিগণ মক্কায় বাসোপযোগী কতিপয় অধিকার লাভ করিলেন।

তদনুসারে তাঁহারা মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শান্তিসুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে ছিল না। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইস্‌লামধর্ম্মবিরোধিগণ তাঁহাদের প্রতি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ মক্কাবাসীদিগকে কোন ক্রমে নবধর্ম্মের অনুরাগী করিতে না পারিয়া অভিনবক্ষেত্রে প্রচার করিলে সমধিক ফললাভ হইবে বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এজন্য তিনি মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী তায়েফ নগরে গমন করিলেন। এখানে তিনি প্রবলোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারেন নাই। তত্রত্য পৌত্তলিক অধিবাসীরা বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে; এবং তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

* মোহাম্মদ তায়েফ নগর হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে ভগ্ন হৃদয়ে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"হে প্রভো, আমি দুর্ব্বলতা ও আত্মম্ভরিতাবশতঃ তোমার নিকট আমার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিয়া থাকি।

মোহাম্মদের মদিনায় গমন

এই সময় মোহাম্মদের যশঃপ্রভা দেশ-বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল বিদেশীয় লোক বাণিজ্য বা তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে মক্কায় আসিত, তাহাদের অনেকে মোহাম্মদের প্রাণোন্মাদকর উপদেশে উদ্দীপিত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই ভাবে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বীজ দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদের তায়েফ নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অত্যল্প দিন পরেই মদিনার দ্বাদশজন ক্ষমতাশালী

মনুষ্যের নিকট আমি নগণ্য। হে দুর্ব্বলের বল পরমকারুণিক প্রভো, তুমি আমার নিয়ন্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। অপরিচিত বা শত্রুসমাকুল স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি রুষ্ট না হইলে আমার কোন বিপদ নাই। তোমার জ্যোতিঃই আমার আশ্রয়স্থল ; তোমার জ্যোতিঃতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়, এবং ইহকালে ও পরকালে শান্তি লাভ করা যায়। তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে আমার বিপদ দূর কর। তোমার করুণা ব্যতীত শক্তি ও সাহায্য নাই।"

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার মহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া মক্কায় আগমনপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রতিগমনকালে মদিনায় ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য একজন প্রচারক সঙ্গে লইয়া যান। ইঁহার চেষ্টায় মদিনায় ইস্‌লামধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; এবং আপামর সকলেই ইস্‌লামধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়। এই ভাবে মক্কার বহির্ভাগে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা মোহাম্মদের সহস্র উপদেশেও ইস্‌লামধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহাদের উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে মোসলমানদের মক্কায় বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। মদিনার অধিবাসীরা মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য সত্তর জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। মোহাম্মদ মোসলমান-দিগকে ক্রমে ক্রমে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। শত্রুসঙ্কুলস্থানে একজন মোসলমানকেও পরিত্যাগ করিয়া মোহাম্মদ নিজে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এজন্য তিনি সর্ব্বশেষে মক্কা হইতে প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তদীয় প্রিয়তম ধর্ম্মবন্ধু আবু-বকর ও আলী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করিতে অনভিলাষী হইয়া মক্কায় বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ব্যতীত বিশ্বাসীদলভুক্ত সকলেই মদিনায় প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমিক প্রস্থানে মক্কানগর অচিরে মোসলমানশূন্য হইয়া পড়িল। অতঃপর মোহাম্মদ মদিনায় প্রস্থান জন্য উদ্যোগ করিলেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দের রবি-অল্-আউয়ল (জুলাই) মাসের পঞ্চম দিবস (সোমবার) সমাগত হইল। রাত্রি প্রভাতে মোহাম্মদ মদিনাভিমুখে প্রস্থান জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বিরুদ্ধবাদিগণ সেই রাত্রিতেই মোহাম্মদকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা আপনাদের পাপসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মোহাম্মদের বাসগৃহ পরিবেষ্টন করিল। কিন্তু মোহাম্মদ তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া তৎপূর্ব্বেই আবুবকরের গৃহে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ আবুবকরের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকার রজনীতেই মদিনাভিমুখে প্রস্থান করেন। আবুবকর তাঁহাকে শত্রুর প্রথম আক্রমণ হইতে

রক্ষা করিবার জন্য কখনও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কখনও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রথম আক্রমণ নিজের উপর আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এইরূপে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের চরণে প্রস্তরের দারুণ আঘাত লাগিল, তিনি পদব্রজে চলিতে অক্ষম হইলেন। আবুবকর তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সৌর্ নামক সঙ্কীর্ণ গিরিগুহার নিকট উপনীত হইয়া সেখানে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। আবুবকর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রকার বিপদ্সঙ্কুল কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং সেখানে বহুসংখ্যক ছিদ্র দর্শন করিয়া তৎসমুদয় পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা বন্ধ করিয়া সর্পাদির আগমন পথ রুদ্ধ করিলেন। বস্ত্রখণ্ডের অল্পতানিবন্ধন একটি ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া তিনি সেখানে পদস্থাপন করিয়া বসিয়া রহিলেন। এইভাবে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আবুবকর মোহাম্মদকে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন; আবুবকর রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি যে ছিদ্রপথে পদস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে পথে এক বৃশ্চিক তাঁহাকে দারুণ

দংশন করিল, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মোহাম্মদকে জাগরিত না করিয়া সমস্ত নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরুদ্ধবাদিগণ মোহাম্মদকে গ্রাসমুক্ত দেখিয়া শোণিতলোলুপ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার অনুসন্ধানে ধাবিত হইল, এবং তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সৌর্‌গুহার নিকট আসিয়া পঁহুছিল। হজরত মোহাম্মদ ও আবুবকর তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। আবুবকর শঙ্কাকুল হইয়া বলিলেন, "আমরা দুইজন, শত্রুসংখ্যা বহু, আর রক্ষা নাই।" মোহাম্মদ বলিলেন, "আমরা দুইজন নহি, তিনজন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী, ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" আবুবকর ও মোহাম্মদের গুহার ভিতরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই ঊর্ণনাভ উহার মুখে জাল পাতিয়াছিল, এবং বন্য কপোত দ্বারমূলে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়াছিল। গুহার মুখে জাল ও দ্বারমূলে ডিম্ব দেখিয়া শত্রুগণ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেল, মোহাম্মদ ও আবুবকর রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা তিন অহোরাত্র এই গুহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। প্রতি রজনীতে আবুবকরের কন্যা দুগ্ধ আনয়ন করিতেন;

তাঁহারা এই দুগ্ধ পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহারা চতুর্থ রজনীতে সৌর্‌গুহা পরিত্যাগ করিয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে পথ অতিবাহিত করিতেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র লুক্কায়িত হইতেন। এই-ভাবে পথ অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা চতুর্থ রজনীতে মদিনার নিকটবর্ত্তী কোবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে চারিদিন যাপন করিয়া মোহাম্মদ আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া রবি-অল্‌-আউয়ল মাসের ষোড়শ দিবসে (শুক্রবার) মদিনায় প্রবেশ করিলেন।

মদিনায় মোহাম্মদ

মদিনার আপামর সাধারণ সকলেই মোহাম্মদের শুভাগমনে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিল। এখানে তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। মোহাম্মদ মক্কায় বাসকালে স্বহস্তে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের সংস্কার করিতেন, এবং এক একদিন অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতেন। তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায়েও এ বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটে নাই।

কিন্তু তিনি কালক্রমে পৃথিবীর প্রবলতম সম্রাট্ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় আগমন করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে ইস্‌লামধর্ম্মানুরাগী দেখিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য মন্দির এবং গৃহতাড়িত মোসলমানদের জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বহস্তে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন; এই ধর্ম্মমন্দির সৌষ্ঠবশালী ছিল না। মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টক ও কর্দ্দমের এবং ছাদ তালপত্রের ছিল। মন্দিরের একাংশ নিরাশ্রয় বক্তিগণের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই অনাড়ম্বর মন্দিরের প্রত্যেক অনুষ্ঠান বিনা জাঁকজমকে সম্পাদিত হইত। মোহাম্মদ কখনও আবরণহীন গৃহতলে দণ্ডায়মান হইয়া, কখনও বা একটি তালবৃক্ষে ভর দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; এবং অনুরক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার প্রাণোন্মাদকর উপদেশে আত্মহারা হইত।

এই সময় মদিনার অধিবাসিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায়ের নাম আউস, অপর সম্প্রদায়ের

নাম খজরাজ। এই সম্প্রদায়দ্বয়মধ্যে ঘোর অসদ্ভাব ছিল, তাহারা একে অন্যের রক্তপাত জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আউস ও খজরাজগণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গুণে আপনাদের চিরাগত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্মের পতাকামূলে মিলনের মোহন-মন্ত্রে সমবেত হইল। মোহাম্মদ মদিনাবাসীদের সমস্ত বিবাদের নিরসন করিয়া তাহাদিগকে একসূত্রে সন্নিবদ্ধ করিলেন। তারপর এই সম্মিলন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে এক সাধারণ উপাধিতে ভূষিত করা হইল। এই উপাধির নাম আনসার। আনসার শব্দের অর্থ সহায়তাকারী। মদিনাবাসীরা সঙ্কটকালে ইস্‌লামধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া এই গৌরবসূচক উপাধি লাভ করিল। যে সকল মক্কাবাসী স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি এবং স্নেহ-মমতার পীঠস্থান গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মহজ্জরিণ (নির্ব্বাসিত) উপাধি প্রদত্ত হইল। মোহাম্মদ মহজ্জরিণ ও আনসারদের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন সংস্থাপন জন্য তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মণ্ডলীর বিশ্বাসীমাত্রেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত এবং সুখে দুঃখে একসূত্রে সম্মিবদ্ধ হইল।

ইস্‌লাম এবং রাজশক্তি

মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মমণ্ডলীকে একমাত্র ধর্ম্মবলে অনুবিদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আরবসমাজের উদ্ধার এবং বহুধা-বিভক্ত আরব জাতির ঐক্য-বন্ধন মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কেবল ধর্ম্মবলই যথেষ্ট ছিল না, রাজশক্তিরও প্রয়োজন ছিল। দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতিকে ইস্‌লামধর্ম্মমূলক নৈতিক ও সামাজিক অনুসাশনের সম্যক্ অনুগত করিবার জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে রাজশক্তি-সম্পন্ন করিয়া এক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। কোন স্থানের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক ইস্‌লামধর্ম্ম পরিগৃহীত হইলেই সে স্থানকে এই মণ্ডলীর শাসনাধীন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। মোহাম্মদ আপনাকে মণ্ডলীর অধিনেতৃপদে প্রতি-স্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে একাধারে ধর্ম্ম-

সংস্থাপক, শাসনকর্ত্তা, অধিনেতা, অধ্যাপক ও বিচারক হইলেন। *

এই সময় মদিনা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বহুসংখ্যক ইহুদির বাসভুমি ছিল। এই সময় ইহুদি

* নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করাই মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্য-লালসা কখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই, নবধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক বলিয়াই তিনি এক অভিনব সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সংসারনির্লিপ্ত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে অতি বিরল। মোহাম্মদের আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ছিল। নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ একদা তদীয় প্রিয়তমা কন্যা ফতেমার গৃহে গমন করেন। এই সময় ফতেমা অন্নাভাবে তিন দিন উপবাস-ক্লিষ্ট ছিলেন। প্রিয়তমা কন্যার মুখে এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া মোহাম্মদ ধীরচিত্তে বলিলেন, "ফতেমা, দুঃখিত হইও না ; তোমার পিতাও অদ্য চারিদিন উপবাস-ক্লিষ্ট।" এই বলিয়া তিনি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য উদরে যে প্রস্তরখণ্ড বন্ধন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রদর্শন করেন। আমরা আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন মোহাম্মদ দিবাভাগে মোটা দড়ির জাল-বোনা খাটিয়ার উপর বিনা শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মোটা দড়ির স্পর্শে তাঁহার কোমল অঙ্গে রক্তাভ দাগ

কৈনুকা, বনি নজির, কুরেজা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। মোহাম্মদ ইহুদিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মোহাম্মদ তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন; এবং ইহুদিরাও মোসলমানদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শত্রুতা-চরণে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করিল। ইস্‌লামধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মমতের প্রভূত পার্থক্য ছিল। একারণ তাহারা মোহাম্মদের প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। মোহাম্মদের উদার ব্যবহার নিবন্ধন ইহুদিগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীর প্রাণগত আনুকূল্যনিবন্ধন ইস্‌লামধর্ম্মের

পড়িয়াছিল। ওমর তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। মোহাম্মদ জাগরিত হইয়া তাঁহার অশ্রুজল মোচনের কারণজিজ্ঞাসু হন। তিনি ওমরের কথা শুনিয়া বলেন, "ইহকালের সুখ আমার লক্ষ্য নহে, আমি পরলোকের সম্পদপ্রার্থী। তুমি কি ইহা ইচ্ছা কর না?"

মূল সুদৃঢ় হইয়া উঠিল ; এবং মোহাম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে আরব দেশের সর্ব্বত্র একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রচার ফলে বহুস্থানের অসংখ্য নরনারী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক একেশ্বরবাদে দীক্ষিত হইয়া মদিনার ধর্ম্মমণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যহ মোহাম্মদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একারণ কোরেশদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহারা মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। মদিনাবাসী ইহুদিদের ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিদ্বেষের কথা মক্কায় অপরিজ্ঞাত ছিল। অনেকেশ্বর-বাদী কোরেশেরা একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক মোহাম্মদের ধ্বংস কামনায় ষড়যন্ত্র করিবার জন্য একেশ্বর-বাদী ইহুদিদের নিকট দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল, একারণ মোহাম্মদ আশ্রয়দাতা শিষ্যবৃন্দের রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন।

কিছুতেই কোরেশদের উৎপীড়নের নিবৃত্তি না দেখিয়া, মোহাম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, অস্ত্রবলের প্রয়োগ ব্যতীত দেশব্যাপী শত্রুতাচরণের মূলোচ্ছেদ করিবার অন্য উপায় নাই এবং তরবারি হস্তে অগ্রসর না হইলে দেশমধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। মোহাম্মদের নিজের স্বভাব রক্তপাতের বিরোধী ছিল। তারপর মুসলমানগণ শান্তির অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মক্কায় নিপীড়নের একশেষ সহ্য করিয়া মদিনায় আগমন করেন। এখানে শান্তির মৃদুহিল্লোলে তাঁহাদের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা উপশমিত হয়। তাঁহারা সে শান্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অশেষবিধ ক্লেশপূর্ণ যুদ্ধে নিরত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মদিনাবাসিগণ মোহাম্মদ ও তদীয় শিষ্য-বৃন্দকে আশ্রয় প্রদান করেন। কেহ অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, মদিনাবাসিগণ সে শত্রুর গতিরোধ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন; কিন্তু মোহাম্মদ বিনা কারণে অস্ত্রধারণ করিলে তাঁহারা তাঁহার অনুকূলে দণ্ডায়মান হইবেন না বলিয়াই ধার্য্য

ছিল। * ফলতঃ, কি মোহাম্মদের নিজের স্বভাব, কি মোসলমানগণের মতি গতি, কি মদিনাবাসীদের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন, সমস্তই অস্ত্রধারণের প্রতিকূল ছিল। এ কারণ, মোহাম্মদ যাহাতে বিনারক্তপাতে নিরাপদ হইতে পারেন, তজ্জন্য নানারূপ যত্ন করেন। † কিন্তু কিছুতেই শত্রুতাচরণ বিদূরিত করিতে না পারিয়া কোরেশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-

* The people of Medina were pledged only to defend the Prophet from attack, not to join him in any aggressive steps against the Koreish.—*Muir's Life of Mahomed.*

† আমাদের কথার সমর্থন জন্য নিম্নে কোরাণ হইতে দুইটি বচন উদ্ধৃত হইল—

"পরন্তু তাহারা নিবৃত্ত রহিলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৮৯। ** যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারী ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই। ১৯০, দ্বিতীয় সুরা। (গিরিশ বাবুর অনুবাদ) ** যদি নিবৃত্ত হও (হে মক্কাবাসিগণ,) তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল। ১৯। যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে বল, যদি তাহারা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা করা যাইবে।" ৩৯, অষ্টম সুরা।

এইরূপ আরও অনেক বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তদনুরূপ প্রত্যাদেশও লাভ করিলেন। *

প্রথম যুদ্ধ

অতঃপর মোহাম্মদ যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেশেরাও উদাসীন রহিল না, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই উদ্যোগ-পর্ব্বকালে মোহাম্মদ বিদেশগামী কোরেশ বণিক্‌দিগকে

* যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া জয়ী বা হত হয়, পরে আমি তাহাকে শীঘ্র মহা পুরস্কার দান করি। ৭৪। অতএব (হে মোহাম্মদ) পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, তুমি জীবনে ব্যতীত প্রপীড়িত হইবে না, বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সত্বরেই ঈশ্বর কাফেরদিগের সময় বন্ধ করিবেন। ঈশ্বর যুদ্ধ বিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তি বিষয়ে সুদৃঢ়। ৮৪। চতুর্থ সুরা। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ।)

আক্রমণ করিবার জন্য সাতবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধযাত্রা সামান্য ছিল। প্রথম অভিযানে যুদ্ধ হয় নাই, মোসলমানগণ কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসেন। দ্বিতীয় অভিযানে মোসলমানগণ কোরেশ বণিক্‌দের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবার মোসলমানগণ কোরেশ বণিক্‌দের আগমন সংবাদ পাইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু প্রতিবারেই তাহাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কোরেশেরা চলিয়া যায়, এবং তাহারা বিনাযুদ্ধে মদিনায় ফিরিয়া আইসে। একদল মক্কাবাসী মদিনার প্রান্ত হইতে উষ্ট্র সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ষষ্ঠ অভিযান করা হয়। এবারও মোসলমানদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কোরেশেরা চলিয়া গিয়াছিল। সপ্তম অভিযানে বতনন খোলা নামক স্থানে মোসলমানদের সঙ্গে একদল কোরেশ বণিকের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোরেশেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়, এবং মোসলমানগণ তাহাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য হস্তগত করে। এই যুদ্ধ রজব মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালের আরবসমাজে রজব মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এজন্য রজব মাসে

যুদ্ধ হওয়াতে মোহাম্মদের বড় নিন্দাবাদ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার সম্মতি ছিল না। যুদ্ধকর্ত্তৃগণ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে মোহাম্মদ তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। *

* মোসলমানগণ বিদেশযাত্রী কোরেশ বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে চেরাগ আলী যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিতেছি। কোরেশদের তাড়নায় মোসলমানগণ মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কোরেশেরা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সুতরাং মোসলমানগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অধিকারী ছিল। Wheaton's Elements of International Law নামক গ্রন্থানুসারে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুর সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহা রাজকোষে সঞ্চিত করা অথবা সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া যুদ্ধনীতির প্রথম সূত্রানুমোদিত। সম্পত্তি অপহরণ কালে স্থানাস্থান অথবা আকার প্রকার কিছুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কি প্রাচীন, কি আধুনিক উভয়বিধ যুদ্ধশাস্ত্রেই এইরূপ মত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে মক্কার শাসনপ্রণালী Patriarchal ছিল।

বতনন খোলার যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহকারী একদল কোরেশ বণিক্‌কে আক্রমণ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় হিজরীর (৬২৩ খৃঃ) রমজান মাসের দ্বাদশ দিবসে উভয় দল বদর নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। কোরেশ বণিকেরা শত্রুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া পূর্ব্বেই

মক্কার কোন নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ছিল না। আবশ্যকমত সকলেই তরবারী হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। সুতরাং বিবাদ আরম্ভ হইবার পর প্রত্যেক মক্কাবাসী মোসলমানের শত্রু হইয়াছিল। একারণ মোসলমানগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিদেশযাত্রী কোরেশ-দিগকে আক্রমণ ও তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিবার অধিকারী ছিল। এই সকল অভিযানকে পরস্ব অপহরণের বাসনায় সৈন্য প্রেরণ রূপে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ মোহাম্মদ আত্মরক্ষার জন্য কোরেশদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই সকল অভিযান তাহার অংশ মাত্র ছিল। মদিনায় আশ্রয়গ্রহণ করিবার সময় মোসলমানগণ লুণ্ঠনকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা এ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাহা লইয়া অবশ্যই প্রতিবাদ হইত। এই সকল অভিযানে মদিনাবাসীও গমন করিত। তাহারা আততায়ীরূপে যুদ্ধে যোগ দিবে না বলিয়াই ধার্য্য ছিল।

মক্কায় সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে একসহস্র বীরপুরুষ তাহাদের সাহায্যার্থ বদরে আসিয়া উপনীত হইল। মোহাম্মদের সঙ্গে কেবলমাত্র তিনশত পাঁচজন যোদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন ভীত হইলেন না, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ সৈন্য মোসলমানের প্রবলপরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মোহাম্মদ জয়শ্রীলাভ করিয়া সপ্ততিজন বন্দীসহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন

---

* আইরভিং প্রভৃতি লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোরেশ-বণিক্‌দের ধন লুণ্ঠনের জন্যই মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমির আলী প্রভৃতি মোসলমান-লেখকগণের মতে, কোরেশেরা মোসলমানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য মদিনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়াতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মোহাম্মদের সমসময়ে একদল মদিনাবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অর্থ লোভেই বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কতিপয় মদিনাবাসী যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সহিত মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই প্রাগুপ্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। কয়স নামক একজন বীরপুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই কোরেশ বন্দী-দিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মোসলমানগণ বন্দীদের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহারা পদব্রজে চলিয়া বন্দীদের কষ্ট নিবারণের জন্য অশ্ব দিত, নিজেরা খর্জ্জুর দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য রুটী সংগ্রহ করিত। মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক কোরেশ-সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন।

সঙ্গে বহির্গত হয়। মোহাম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কিজন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" কয়স উত্তর করে, "মক্কায় বণিকদের পণ্যদ্রব্যই আমাকে যুদ্ধে ব্রতী করিয়াছে।" কয়স ইস্লাম-ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিল না; এজন্য মোহাম্মদ তাহাকে ফিরাইয়া দেন। মোহাম্মদের অর্থলাভ এ যুদ্ধের কারণ নহে, বিরোধী কোরেশদিগকে দমন করিয়া মোসলমানদিগকে নিরাপদ করিবার জন্যই তিনি বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ সমসাময়িক প্রমাণের অভাব নাই। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মোহাম্মদ সহচর বন্ধুগণের মত জিজ্ঞাসা করেন। আবুবকর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কোরেশদলপতিরা কখনও ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না এবং সর্ব্বদা অন্যের ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত জন্মাইবে। একারণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ।" আবুবকর মোহাম্মদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। মোহাম্মদের কোন মনোভাব আবুবকরের নিকট লুক্কায়িত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

ইহাতে মোসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর হইল। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম ও তাহার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরেরই বিধান বলিয়া তাহাদের সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তাহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন পণ করিল। ফলতঃ, মোসলমানেরা বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া সমধিক দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল।

কোরেশেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অপমানে জ্বলিতে লাগিল, এবং অপমানের প্রতিশোধ লইবার কল্পনায় দুই-শত অশ্বারোহী সৈন্য গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিয়া মোসলমানদিগকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। মোসলমান বীরপুরুষগণ কোরেশদের আগমনের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া রণসজ্জা পরিধান পূর্ব্বক বহির্গত হইল। কোরেশ সৈন্য তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। মোসলমানগণ পলায়মান সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।*

---

* এই অনুসরণকালে একদা মোহাম্মদ শিবির হইতে কিয়দ্দূরে একাকী একটি বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলেন। ডারথার নামক একজন অমিতবলবান দুর্দ্দান্ত কোরেশ তাঁহাকে তদবস্থায় আক্রমন করে, এবং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া বলে, "হে মোহাম্মদ, এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?" কিন্তু

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান

কোরেশেরা ক্রমাগত দুইবার এই ভাবে পরাজিত হইয়া কিছুকালের জন্য শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব হইল। বদরের যুদ্ধে মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করাতে ইস্‌লাম-বিদ্বেষী ইহুদীদিগের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাহারা নানা প্রকারে মোসলমানের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মোহাম্মদ এবং ইস্‌লামধর্ম্মকে লোকের নিকট অবজ্ঞাত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রূপাত্মক কবিতার প্রচার করিতে আরম্ভ

মোহাম্মদ কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বজ্রকঠোর স্বরে উত্তর করেন, "ঈশ্বর"; এই উত্তরে ডারথারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তরবারি তাহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। মোহাম্মদ বিদ্যুদ্বেগে সে তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?" ডারথার ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার আর কেহ নাই, তুমি আমাকে রক্ষা কর।" মোহাম্মদ তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহার তরবারি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ডারথার ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

করিল। কবি নামক একজন ইহুদি মক্কানগরে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কোরেশ-বীরদের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া তাহাদের পরিবারবর্গের শোকাবনত হৃদয় উত্তেজিত করিয়া বিদ্বেষভাবে পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। একদিন কতিপয় কৈনুকা বংশীয় ইহুদি ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া পল্লিগ্রামস্থ একজন দুগ্ধ-বিক্রেত্রী কিশোরীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করিল। মোহাম্মদ ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অথবা মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা মোহাম্মদের আদেশ অবহেলা করিয়া আপনাদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে তাহাদের দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। পঞ্চদশ অহোরাত্রব্যাপী অবরোধের পর তাহারা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তাহারা (সাত শত) স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র মোসলমানের হস্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়া রাজ্যে প্রস্থান করিল।

সাত শত ইহুদি মদিনা পরিত্যাগ করিলে মোসলমানগণ একদল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই শত্রুর আর কতিপয় দল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহুদিদিগের মদিনা পরিত্যাগের

অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ সংবাদ পাইলেন যে, কর-করতোল কদর নামক স্থানের কতিপয় লোক মোহাম্মদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুই শত মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন শত্রু না দেখিয়া ফিরিয়া আইসে। মোহাম্মদ নিজে এই সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। এই সময় সালবা ও মহাতেল কুলের কতিপয় লোক দলবদ্ধ হইয়া মদিনার প্রান্তে তস্করবৃত্তি আরম্ভ করে। এজন্য মোহাম্মদ করকরতোল কদর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ যাত্রা করেন। এবারও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মোসলমান সৈন্যের সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অভিযানের পর মোহাম্মদ তুরস্কগামী একদল কোরেশ বণিককে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। বণিকদল মোসলমান সৈন্য দেখিয়া পলায়ন করে। সৈন্যগণ পলায়িত বণিকদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হয়।

যুদ্ধ

এই তিনটি ক্ষুদ্র অভিযানের পর মোসলমানদিগকে প্রবল যুদ্ধে নিরত হইতে হইল। কোরেশেরা মোসলমান হস্তে ক্রমান্বয়ে দুই বার পরাজিত হইয়া কিছুকালের জন্য নীরব হইয়াছিল, কিন্তু মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে নাই। তৃতীয় হিজিরীতে তাহারা পুনরায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মদিনার অভিমুখে ধাবিত হইল। কোরেশ-বাহিনী দশম দিনে মদিনার অদূরবর্ত্তী (৩ মাইল) ওহদ পর্ব্বত শৃঙ্গে আসিয়া পঁহুছিল। মোহাম্মদ এক সহস্র মোসলমান সৈন্য লইয়া শক্রর গতিরোধ করিতে আগমন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমানগণ শক্র সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্বয়ং মোহাম্মদ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বিজয়শ্রী কোরেশদের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে তাহাদের পক্ষেরও বহুসংখ্যক বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। ইহাতে কোরেশ সৈন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য তাহারা জয়লাভ

সত্ত্বেও মদিনা আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় প্রস্থান করিল।

কোরেশেরা মক্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মদিনা আক্রমণের পূর্ব্বে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিল। এজন্য তাহারা অচিরে পুনর্ব্বার যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এই সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে মোহাম্মদ মোসলমানের প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া শত্রুকুলের মনে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে মনন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্যে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া জমরাল আসাদ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। কোরেশেরা এই সংবাদ অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং সমস্ত যুদ্ধায়োজন পরিত্যাগ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

মোহাম্মদ বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। তলহা ও সালমা নামক দুইজন আরব অধিনেতা দলবদ্ধ হইয়া মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হওয়াতে মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিল। শত্রুরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া

পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে।

ইহার পর (হিজিরী চতুর্থ অব্দে) মোহাম্মদ একদল ইহুদির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হন। মদিনা হইতে চারিদিনের পথ দূরবর্ত্তী নাজেদ নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তৎস্থানের অধিনেতা আবুরা মোসলমানদিগকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে মোহাম্মদ সত্তর জন মোসলমানকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা প্রেরিত মোসলমানদিগকে আবুরার অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিল। সমস্ত মোসলমান নিহত হইল। কেবল আমরু নামক একজন মোসলমান দৈবাৎ প্রাণরক্ষা করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরু পথিমধ্যে মদিনা হইতে প্রত্যাগত দুইজন নাজেদ-অধিবাসীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, এবং প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থাতেই বধ করিলেন। অতঃপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহাম্মদের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। মহাপুরুষ মোসলমানদের শোচনীয় মৃত্যুতে একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পথিমধ্যে নিহত দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য তিনি তাহাদের হত্যার জন্য

ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন। নাজেদের অধিবাসীরা বনিনজিরবংশীয় ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। মোহাম্মদ ইহাদের অধিনেতার যোগে ক্ষতিপূরণের অর্থ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। বনিনজিরবংশীয়গণ আন্তরিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই সুযোগে মোহাম্মদকে হত্যা করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মোহাম্মদ এই বিষয় গোপনে অবগত হইয়া তাহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইলেন। তিনি গৃহে আগমন করিয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ অথবা মদিনা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা এই আদেশ প্রতিপালনে অস্বীকৃত হইল। মোহাম্মদ তাহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। কিয়ৎকাল প্রতিকূলাচরণের পর ইহুদিগণ ধন-প্রাণ রক্ষার অভিপ্রায়ে অস্ত্র-শস্ত্র মোসলমানের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক মদিনা পরিত্যাগ করিল।

বনিনজিরবংশীয় ইহুদিরা নির্ব্বাসিত হইবার পর আর একদল শত্রু উপস্থিত হইল। আলমার ও সালন কুলের লোকেরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। এজন্য তাহাদিগকে দমন করিবার

জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহারা মোসলমান সৈন্যের আগমনে পলায়ন করিল। মোসলমান সৈন্য কাহারও রক্তপাত না করিয়া মদিনায় ফিরিয়া গেল।

ইহার অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ দোমতোলজন্দন নামক স্থানে সসৈন্যে গমন করিলেন। এইস্থানে খোর্ম্মা ও যবের আমদানী হইত। তত্রত্য কতকগুলি দুষ্ট লোক দলবদ্ধ হইয়া বিদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। মোহাম্মদ ইহাদিগকে দমন করিবার জন্যই সসৈন্যে গমন করেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পলায়ন করিল। মোহাম্মদ বিনাযুদ্ধে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু মোসলমান সৈন্যের একদিনের জন্যও বিশ্রাম ছিল না। প্রাগুক্ত অভিযানের অব্যবহিত পরেই (হিজিরী পঞ্চম অব্দে) মোহাম্মদকে আবার অস্ত্রধারণ করিতে হইল; লোহিত সাগরের অনতিদূরে মস্তলকবংশীয়েরা কোরেশদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তাহারা পঞ্চম হিজিরীতে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমুত্থত হয়। মোহাম্মদ এই সংবাদ অবগত হইয়া সসৈন্যে তাহাদের আবাসভূমিতে উপনীত হইলেন। মস্তলকেরা মোসলমান সৈন্যের গতিরোধ জন্য আগমন

করিল। উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলে ওমর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর, তোমাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা পাইবে।" তাহারা অস্বীকার করিল। তখন মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের প্রবল আক্রমণে মস্তলকেরা পরাজিত হইল। মোসলমান সৈন্য বিজয়োল্লাসে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মোহাম্মদ মস্তলকের যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অভিনব বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার প্রতি-গমনের অল্পদিন পরেই দশ সহস্র কোরেশ সৈন্য মদিনা বিধ্বস্ত করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হইল। কুরেজা-বংশীয় ইহুদিরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মোহাম্মদ শত্রুর গতিরোধ জন্য তিন সহস্র সৈন্যসহ মদিনার অদূরবর্ত্তী যানা পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। শত্রু সৈন্য আসিয়া মোসল-মান সৈন্যের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে আলী, ওমর নামক একজন কৃতান্ত সদৃশ প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষকে দ্বৈরথ যুদ্ধে হত্যা করিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধকালে নমির নামক একজন কোরেশ গোপনে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

মোহাম্মদের শরণাগত হইল। তাহার চক্রান্তে কুরেজা ও কোরেশ সৈন্যদের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইয়া নানা-প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল। তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। যুদ্ধস্থান পরিত্যাগের কল্পনা তাহাদের মনে উত্থিত হইল। তাহাদের ঈদৃশ মানসিক অবস্থার সময় দুরন্ত ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শিবির বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা এই ঘটনায় ভীতিবিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। যানা পর্ব্বতের পাদ-দেশে মোসলমান সৈন্যকে এই ঝটিকার মধ্যে ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে দুরন্ত শীত এবং খাদ্যাভাব নিবন্ধন তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। মোহাম্মদকে এই যুদ্ধে যেরূপ কষ্টভোগ ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্য কোন যুদ্ধে সেরূপ হয় নাই।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কুরেজা ইহুদি-দের বাসস্থান অবরোধ করিলেন। তাহারা পঞ্চবিংশতি দিন ব্যাপি অবরোধের পর আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন ভিক্ষা করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করিল। মোহাম্মদ তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু তাহারা তাহাতে নিরাশ না হইয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে

লাগিল। অবশেষে মোহাম্মদ ইহুদিদের প্রার্থনা মত তাহাদের বিচারভার সাদ নামক একজন প্রধান শিষ্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। সাদ ইহুদিদের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু সাদের নৃশংস বিচারে পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড এবং রমণী ও বালকদের দাসত্ব বিধান হইল। সাদ প্রাগুক্ত যুদ্ধে অত্যন্ত আহত হন, এজন্যই তিনি কুরেজাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

কুরেজা ইহুদিগণের হত্যার পর মোসলমান সৈন্য উপর্য্যুপরি পাঁচটি ক্ষুদ্র অভিযান করিয়াছিল। আমরা এই সকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি—(১) সয়ফলকার অভিযান, কোন যুদ্ধ হয় নাই। (২) মদিনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসীরা দুই জন মোসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। মোহাম্মদ তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যের প্রতিফল দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমনে অধিবাসীরা পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য বিনাযুদ্ধে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। (৩) হজরত মোহাম্মদ খরবিয়া নামক স্থানে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা কয়েকজন লোককে হত্যা করিয়া

মদিনায় প্রত্যাগমন করে। (৪) মোহাম্মদ ফদকের সাদবংশীয়দের বিরুদ্ধে মহাবীর আলীকে প্রেরণ করেন। আলী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন। (৫) কতিপয় তস্কর মোহাম্মদের দুইটি উষ্ট্র অপহরণ করায় মদিনার বহির্ভাগে একটি যুদ্ধ হয়। তস্করেরা মোসলমান সৈন্যের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে।

হোদয়বিয়ার সন্ধি

এই সময় মোহাম্মদ একবার জন্মভূমি মক্কা দর্শন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি পুণ্যমাসে (জেল্‌কদ মাসের প্রথম সোমবারে) ছয়শত মোসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে নিরস্ত্র হইয়া মক্কাযাত্রা করিলেন। কোরেশেরা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার গতিরোধ জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল। মোহাম্মদ এইবার তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোরেশেরা তাঁহার দূতকে অব-জ্ঞাত করিয়া ফিরাইয়া দিল। নির্ব্বিবাদে মক্কা দর্শন করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই মোহাম্মদের ইচ্ছা

ছিল। এ-কারণ তিনি পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন। বহু আন্দোলনের পর দশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল; মোসলমান এবং কোরেশ, উভয়েই দশ বৎসরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল। মোহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ ক্ষান্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন; কোরেশেরা পর বৎসর তাঁহাকে সশিষ্যে কোষবদ্ধ তরবারি লইয়া তিন দিন মক্কায় যাপন করিতে দিতে অঙ্গীকার করিল। মোসলমানগণ মক্কায় আসিল। এই সন্ধির নাম হোদয়বিয়ার সন্ধি।

মোহাম্মদ মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া খয়বারের ইহুদি-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। খয়বারের ইহুদিরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। তাহারা মোসলমানদের উচ্ছেদসাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল। মোহাম্মদ এজন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মোসলমান-গণ খয়বার আক্রমণ করিলে ইহুদিরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু আলীর নেতৃত্বে মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া খয়বার অধিকার করিল। ইহার পর মোহাম্মদ ফদক এবং ওয়াদি-উল-করার ইহুদিদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (৭ হিজিরী)।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হোদয়বিয়ার সন্ধির নির্দ্দিষ্ট সময় মত দুই সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কা গমন করিলেন। কোরেশেরা তাঁহার আগমনে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

মোহাম্মদ জন্মভূমি দর্শন করিয়া তিন দিন পর মদিনায় যাত্রা করিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই যুদ্ধোত্তমে নিরত হইলেন। তিনি সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী মুতা নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য খৃষ্টান অধিবাসীরা তাঁহাকে হত্যা করে। মোহাম্মদ এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলমান সৈন্য মুতার সম্মুখবর্ত্তী হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্রমান্বয়ে তিন জন মোসলমান সেনাপতি জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। শেষে বীরশ্রেষ্ঠ খালেদ সেনাপতির পদ গ্রহণপূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমে শত্রু-সৈন্য নাশ করিয়া বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। (৮ম হিজিরী।) অতঃপর মোসলমান সৈন্য মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কাবা মন্দিরে একেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা

মুতার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই কোরেশেরা সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বনি খুজা বংশীয় মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা কোরেশদিগকে দমন করিবার জন্য মোহাম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাদের আহ্বানে অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভি-ব্যাহারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবুসুফিয়ান এবং মোহাম্মদের পিতৃব্য আব্বাস প্রমুখ কোরেশ দল-পতিগণ অগ্রসর হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ বিপুলবাহিনীসহ আগমন করায় এবং দলপতিগণ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বী হওয়ায় কেহই আর তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি সগৌরবে মক্কায় প্রবেশ করিয়া কাবা মন্দিরের তিন শত ষাইটটি মূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। কোরেশেরা বিস্মিত লোচনে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অতঃপর মক্কার সমস্ত নর-নারী মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; মোহাম্মদ কিয়দ্দিবস মক্কায় বাস করিয়া মদিনায় প্রতিগমন করিলেন।

পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ কাবা মন্দিরে একেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আরবদেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নরনারীর হৃদয় আলোকিত করিল। আরবদেশ হইতে দেবদেবীর উপাসনা বিলুপ্ত হইল।

হওয়াজন ও সকিফ ব্যতীত আরবের অন্য সমস্ত সম্প্রদায় ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইল; তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রভাব এবং প্রতিপত্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হওয়াজন ও সকিফ বংশীয় অধিনেতৃগণ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পাইয়া শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। হোনয়ন নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমান সৈন্য শত্রুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ ও আবুসুফিয়ান তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদিগের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উদ্দীপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে দুর্জ্জয় পরাক্রমে আক্রমণ করিল। শত্রুকুল তাহাদের পরাক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন

করিল। বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। শত্রু সৈন্যের ছয় সহস্র অশ্ব ও চারি সহস্র উষ্ট্র ও চারি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা মোসলমানদের হস্তগত হইল। এক দল সকিফ হওয়াজন সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তায়েফ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ তায়েফ নগর অবরোধ করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মোহাম্মদ তায়েফ নগর পরিত্যাগ করিয়া সগৌরবে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মদিনায় প্রতিগমন করিয়া অবগত হইলেন যে, রোমসম্রাট্ হিরাক্লিয়াস তাঁহার প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য আরব সীমান্তে বহু সংখ্যক সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মোহাম্মদ তাহাদের বিনাশ সাধন উদ্দেশ্যে বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আবুবকর প্রভৃতি প্রচার বন্ধুগণ আপনাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ মোসলমানজাতির রক্ষার জন্য উৎসর্গ করিলেন। মোসলমান রমণীগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ মোহাম্মদের হস্তে সমর্পণ করিল। মোহাম্মদ বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। মোসলমান সৈন্য

সিরিয়ার প্রান্তদেশে উপনীত হইল। এই সময় রোম-সম্রাট্ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মোসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন না। মোহাম্মদ বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরবদেশের সুশাসন ও আরবদেশের বহির্ভাগে ধর্ম্মপ্রচার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের রাজন্যবৃন্দ মোহাম্মদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন জন্য দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিরত হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইল। মোহাম্মদ একমাত্র বংশধরের অকাল মৃত্যুতে শোকে অনুবিদ্ধ হইলেন। এই নিদারুণ শোকের সময়েও ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের সমাধির সময় আকুল কণ্ঠে বলিলেন, "হে পুত্র! আজ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, ঈশ্বর তোমার প্রভু, পয়গম্বর তোমার পিতা এবং ইস্লাম তোমার ধর্ম্ম।" তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দুঃসহ

পুত্র-শোক সহ্য করিলেন। মোহাম্মদ মক্কা গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দশম হিজিরীর জেল্‌কদ মাসে মক্কা যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। তারপর সমাগত মোসলমানদিগকে মধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদের তিরোধান

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। একাদশ হিজিরীর রবি-অল্‌-আউয়ল মাসের ৯ই তারিখ শুক্রবার আগত হইল। মোহাম্মদ চিরাগত প্রথামত মস্‌জিদে উপাসনার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আবুবকর মস্‌জিদে গমন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমবেত উপাসকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ এই

সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আলী ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর করিয়া মস্‌জিদে গমন করিলেন। আবুবকরের উপাসনা শেষ হইলে তিনি সমবেত মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার মৃত্যুর জনরব শুনিয়া ভীত হইয়াছ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কি কোন পয়গম্বর চিরজীবী হইয়াছেন যে, আমিও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তোমাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করিব? সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়; সকলেরি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ করা কাহারও সাধ্য নহে। যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। তোমরা ঐক্যসূত্রে বদ্ধ থাকিও, পরস্পরকে প্রেম ও সম্মান করিও, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করিও, একে অন্যকে ধর্ম্মবিশ্বাসে অটল থাকিতে ও সৎকার্য্য সাধন করিতে উৎসাহিত করিও। ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সৎকার্য্যই মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অন্য সকল কার্য্যই তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।"

মোহাম্মদ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার তিন দিন পর তিনি "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার

পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিল। মহাপুরুষ আরবজাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত * এবং একেশ্বরবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জীবনব্রত সাধনপূর্ব্বক ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলেন।

* আরবজাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত করিবার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মোহাম্মদের ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। তৎকালের আরবসমাজে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। অতি মৃদু প্রকৃতির লোকও সহসা সুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারে না। উগ্র প্রকৃতির আরবীয়দের পক্ষে পান-দোষ পরিত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। চতুর্থ হিজিরীতে মোহাম্মদ সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশের বিষয় ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল। এই ঘোষণা প্রচারকালে যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিল আর সুরা স্পর্শ করিল না। সুরাপায়ীরা সমস্ত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পথে পথে সুরাস্রোত বহিল। এই ঘটনায় কেবল যে মোসলমানের উপর মোহাম্মদের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের সুগভীর সরল বিশ্বাসেরও প্রমাণ রহিয়াছে।

ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠার কারণ

মোহাম্মদ প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বৎসর মক্কায় বাস করিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পাবকশিখা সদৃশ উপদেশে কঠিন হৃদয় আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে মক্কার অনেকে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; এবং মক্কার বহির্ভাগেও কোন কোন স্থানে (মক্কার বহির্ভাগের স্থান সমূহের মধ্যে মদিনার নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য) ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র আরবের লোকসংখ্যার তুলনায় ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসরের সাধনায়ও সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদিনার অনুরক্ত শিষ্যগণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে রাজশক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ,

সর্ব্বগ্রাহী সাম্যবাদ, * উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মীতা, নির্ম্মল চরিত্র, বিপুল সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ আরবদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং তজ্জন্য আরব-দেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে আরবদেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু মোহাম্মদের জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত

---

* ইস্‌লামধর্ম্মের সাম্যবাদ যথার্থই সর্ব্বগ্রাহী। মোসলমান মাত্রেই সমান। অতি নীচ মোসলমানেরও কোরাণ পাঠ ও মস্‌জিদে উপাসনা করিবার অধিকার রহিয়াছে। রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবল গুণের পার্থক্য; অনেক ক্রীতদাস বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দাসত্বপ্রথা ঈদৃশ সাম্যবাদের বিরোধী বলিয়া মোহাম্মদ তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে-সকল ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দী হয়, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই দাসত্বে আবদ্ধ করিবার নিয়ম তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু দাসত্ব-মোচনই পরমেশ্বরের চক্ষে প্রীতিকর কার্য্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বন্দী ব্যতীত আর কাহাকেও দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ করিতে মোহাম্মদ নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু মোসলমানসমাজে আজ পর্য্যন্তও দাস বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এ-প্রথা যে ইস্‌লামশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ হইয়া উঠে। মোহাম্মদ পঞ্চ বৎসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্যে মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে তিনি কোরেশ-দের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি ইতিহাসে হোদয়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বন্ধু আবুবকর বলিয়াছেন,—"হোদয়-বিয়ার সন্ধি স্থাপন জন্য ইস্‌লামধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই।" যে-সকল ইস্‌লামধর্ম্ম-বিশ্বাসী কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস গোপন রাখিত, তাহারা হোয়দবিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার দূর হয়; এবং তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদয়-বিয়ার সন্ধি স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমকসম্রাট্, মিশরের শাসনকর্ত্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। ইহার ফলে এই সব দেশে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয় এবং পারস্য-রাজ্যের উপরিভাগ এয়মানের শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীসহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের

এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে বহু লোক ইস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহার পর বৎসর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত নরনারীকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মক্কার একেশ্বর-বাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরবদেশে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মোহাম্মদ মক্কায় শান্ত স্বভাব ছিলেন; বাক্যবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি মদিনায় তেজস্বিতা প্রকাশ করেন, বাহুবল তাঁহার সহায় হইয়া-ছিল। মক্কায় বাসকালে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মন্দ-গতিতে হইয়াছিল, মদিনা গমনের পর হইতেই দ্রুতগতিতে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। এ-কারণ অনেকে মনে করেন যে, মোহাম্মদ বাক্যবলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হন।

কি প্রণালীতে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার রেখাপাত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মোহাম্মদের মদিনায় গমনের পর মোসলমান সৈন্য যতবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ আমূল বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছি। মোহাম্মদের আদেশে মোসলমান সৈন্য তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তন্মধ্যে তেরবার কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, ছয়বার ইহুদিদের বিরুদ্ধে, দুই-বার খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং বারবার বারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা হইয়াছিল। ইস্‌লাম ও মোসলমানের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কোরেশদের শত্রুতাচরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। কোরেশদের নিম্নেই ইহুদিদের বিদ্বেষভাব প্রবল ছিল। কোরেশ ও ইহুদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইস্‌লাম ও মোসলমাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসর বাক্যবলে শত্রুতাচরণ নিবৃত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বাহুবলের প্রয়োগ করেন। মোহাম্মদ আত্মরক্ষা বা

শত্রুনাশ* করিবার উদ্দেশ্যেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যাহার বিদ্বেষভাব

---

* কোন কোন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, লুণ্ঠনলোলুপ আরবদের প্রীতির জন্যই মোহাম্মদ অনেক স্থানে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহাম্মদ নিজে নির্লোভ মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা গিরিশ-বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মোহাম্মদ অন্তিমকালে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ কার্য্যের জন্য ৬।৭টি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিতরণ করিবার জন্য আয়েসার হস্তে অর্পণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি ব্যাধির যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশূন্য হন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া মোহরগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কি না, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা বলেন, বিতরণ করা হয় নাই। তিনি মোহরগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলিয়া পুনর্ব্বার সংজ্ঞাশূন্য হন। মোহাম্মদ কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া মুদ্রাগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কি না, পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা পূর্ব্বমত উত্তর দেন। ইহাতে মোহাম্মদ মোহরগুলি আলীর হাতে দেন। আলী বিতরণ করিলে তিনি বলেন, "এক্ষণে আমি শান্তি-লাভ করিলাম।" ঈদৃশ মহাপুরুষ যে শিষ্যগণের লুণ্ঠন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নররক্তপাত করিতেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যত প্রবল ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তত অধিকবার যুদ্ধযাত্রা করা হইয়াছিল। কিন্তু পনরবারের অধিক যুদ্ধ করিতে হয় নাই। মোসলমানগণ তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তন্মধ্যে মোহাম্মদ পনরবার তাহাদের সহগামী ছিলেন। * বস্তুতঃ মোহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিৎ কেহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শত্রুকুল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে গৌণভাবে তরবারি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা

* মোহাম্মদের সময়ে মোসলমান সৈন্য তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাদ-কাতির-ওয়া-কিদির (মুর সাহেবের মতে ইনি একজন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক) মতে একশত একবার যুদ্ধযাত্রা হইয়াছিল। জয়েদ-বিন-আকরমের মতে মাত্র উনিশবার যুদ্ধযাত্রা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা নানা কারণে তেত্রিশ সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। যুদ্ধযাত্রার সংখ্যা সম্বন্ধে মৌলভী চেরাগ আলী যাহা বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—The number of Mohammad's

এবং মোহাম্মদের গুণগ্রামই মুখ্যভাবে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মোহাম্মদ শেষবার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর নিকট কোরেশেরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, এবং শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিজয়ী বীরের ন্যায় মক্কায় প্রবেশ করিলে অধিনেতৃবৃন্দ দণ্ডভয়ে ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি

expeditions has been unduly exaggerated, first by biographers, who noted down every expedition or warlike enterprise reported in the several authentic and unauthentic traditions long after their occurrences and did not at all trouble their heads by criticising them; and secondly, by giving all missions, deputations, embassies, pilgrims' journies, and merchantile enterpriess under the category of "Ghazavat" and "Saraya", lately construed by European writers as "plundering expeditions" or "a despatch of body of men with hostile intents."

তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি ভাবিতেছ?" তাহারা উত্তর করে, "ক্ষমাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "পুরাকালে ইউসফ উৎপীড়নকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কাবাসী ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মোহাম্মদ চরিত্র

মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ-জীবনের আদ্যন্ত মধুময়। মোহাম্মদ আত্মীয়-স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান ছিলেন, তিনি দাসদাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের

পর আনস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, আমি দশ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি ; তিনি একদিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালক-বালিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় তাঁহাকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালকবালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও কখন প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য একদিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

মোহাম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন, শবাধার দেখি-লেই বহন করিয়া সমাধি স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীত-দাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণবস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখনও প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত, বীরহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি

শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীন হীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া আপনাদের দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিত। এক-বার তিনি অনবসর বশতঃ একজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ-কারণ তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। গরীব দুঃখীর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহ-হীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিত। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে একদিনের জন্যও এ-নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করিতেন।

মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময় কেবলমাত্র খর্জ্জুর ও জল তাঁহার

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিত না। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফলতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরবজাতির ঐক্যবন্ধন মোহাম্মদের প্রতিকার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সফল জীবন; তিনি স্বীয় মূলমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরবদেশে সত্য ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে-রশ্মির সম্পাতে আরবদেশের অন্ধকার দূরীভূত এবং তদ্দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করে। আরবগণ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয়, এবং ঐক্যবলে অসাধ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে।

